যায়যায়দিন

6
তারিখ ... 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

জাবিতে ভর্তিচ্ছু অপহরণ

লাখ টাকায় ছাত্র ভর্তির চুক্তি করে ছাত্রলীগ নেতা সাগর

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা সাগর এক লাখ টাকার চুক্তিতে অন্য এক ছাত্রকে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ালে প্রথমে থাকা ছাত্রকে অপহরণ করিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তাকে রক্ষা করতে অপহরণে সংশ্লিষ্ট তিন ছাত্রকে বুধবার বেদম মারধর করে ঘটনা অস্বীকার করিয়েছেন ছাত্রলীগ নেতারা। ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ছাত্রলীগ : নেতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগে শূন্য আসনে সিরিয়ালে প্রথমে থাকা আবু সাঈম জুয়েলকে টপকিয়ে পেছনে থাকা অন্যজনকে ভর্তি করার দায়িত্ব নেন ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাহিদুর রহমান সাগর।

সূত্র মতে, এক লাখ টাকার বিনিময়ে এ কাজ হাতে নেন তিনি। এ কাজে তিনি জুয়েলসহ আরো একজনকে সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। তাকে সহায়তা করে তার ঘনিষ্ঠ কিছু কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশমাইল এলাকায় বসবাসকারী পোষ্য কোটায় এ বছর ভর্তি হওয়া তিন ছাত্র সাইদ, ইমরান ও সোহেল। কিন্তু মঙ্গলবার ভর্তির আগ মুহূর্তে জুয়েলকে অপহরণের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে তার পরিকল্পনা পুরোপুরি ভেস্তে যায়। কয়েকটি পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশের পর গতকাল বিকাল ৩টায় সাগর ভাসানী হল থেকে ওই তিন ছাত্রকে নিয়ে কামাল উদ্দিন হলের গেস্টরুমে সিনিয়র নেতাদের সামনে হাজির হন। সেখানে তাদের বেদম মারধর করা হলে সাইদ এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা উপস্থিত হলে তারা সাইদকে বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখেন। তার মাথায় তখন পানি ঢালা হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি সোহেল পারভেজ তাদের মারধর করেছেন বলে স্বীকারও করেন। এ সময় সেখানে সহকারী প্রক্টর ড. আবদুল্লাহেল কাফী ও কবিরুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ওই ছাত্রকে গতকাল প্রশাসনের সামনে হাজির করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। সাইদ সাংবাদিকদের জানায়, সে ঘটনার রাত ও গতকাল সারাদিন সাগরের হলেই (ভাসানী হল) ছিল।

এ ব্যাপারে সহকারী প্রক্টর ড. আবদুল্লাহেল কাফী যায়যায়দিনকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা যতো প্রভাবশালীই হোক তার শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।